ইনকিলাব
16
09 OCT 1996
তারিখ 09 OCT 1996
পৃষ্ঠা 7 কলাম

প্রসঙ্গ ঃ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় স্বার্থে মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ অন্য কিছুকে নয়

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একটা জাগরণী সাড়া পড়েছে আবাল-বৃদ্ধবণিতা— সবার মধ্যে। জনগণের মধ্যে লেখ্যপড়া শেখার প্রবণতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। সবার মুখে মুখে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। নিয়মিতভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যেই জোটে না। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করতে পারে ক'জন। অর্ধপথে যেতেই স্কুল ক্ষান্ত দিয়ে জীবিকার সন্ধানে ছোটে তারা। অনেকে আছেন চাকরি করেন, যাদের একটি ডিগ্রী থাকলেই উপরের পদে পদোন্নতি পেতে পারেন, ডিগ্রী না থাকায় পদোন্নতি হচ্ছে না। যারা আজ পাড়া গাঁয়ে থাকেন গ্রামের বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পান না; অথচ লেখাপড়া শেখার জন্য তারা প্রবল আগ্রহী। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এদের সবার জন্য শিক্ষা লাভের দুয়ার খুলে দিয়েছে। আর সেই দুয়ার দিয়ে স্রোতের বেগে মানুষ প্রবেশ করছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত অংগনে। সীমানাহীন এই অংগন এবং অবারিত দ্বার সবার জন্য। কৃষক, শ্রমিক, মজুর, পিয়ন, কেরানী, অফিসার, উকিল, মোক্তারসহ সামরিক, বেসামরিক শত শত অফিসার আমলা রয়েছেন, যারা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। যে যার মত প্রয়োজনীয় ডিগ্রী নেবার সুযোগ নিচ্ছেন, পেশাগত দক্ষতাকে শাণিত করছেন।

৮-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় স্বার্থে মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া উচিত অন্য কিছুকে নয়

প্রথম পাতার পর

সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজন মাফিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং তা মাত্র চার বছরের মধ্যে কতখানি মেধার কাজ। এজন্য কি পরিমাণ উদ্ভাবনী শক্তি, ঐকান্তিকতা, উদ্যম ও শ্রম দরকার তা ভেবে দেখা আজ অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি এই মেধা দিয়েছেন, তার তীক্ষ্ণ উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন, সমস্ত ঐকান্তিকতা নিয়ে উদ্যম ও শ্রম দিয়েছেন, জাতীয় পর্যায়ে তার পুরস্কৃত হওয়ার অধিকার আপনা আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর শমশের আলী শত ঝড়ঝাপটা উপেক্ষা করে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলেছেন। তিনিই বাংলাদেশে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছেন, বাস্তবায়ন করেছেন। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এখনো একটি পাইলট প্রজেক্ট। ওর অবয়ব এখনো পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারন করেনি, দালানকোটা প্রয়োজনমত উঠেনি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যায়নি, টেলিভিশনে পৃথক চ্যানেল খোলা হয়নি, এ ধরনের শত অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষা বিস্তারে নিবেদিত প্রাণ প্রফেসর শমশের আলী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। ছাত্র সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান বিশ্বের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষে। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, ব্যবসা বাণিজ্য, সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাসহ বিভিন্ন ভাষা শেখার আধুনিক ও সহজ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কোর্স শেষে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রকট অভাব রয়েছে ভাল শিক্ষকের। শিক্ষক গড়ারও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কর্মসূচী অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য যেমন সেলফ (সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফেসিয়েন্সী) চালু করা হয়েছে, তেমনি যারা স্কুলে স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা দান করে থাকেন, সে শিক্ষকগণকে উপযুক্ত শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে বেল্ট-এর (ব্যাচেলর ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং)। এমনিভাবে আরবী ভাষা শেখাবার পদ্ধতিও চালু করা হয়েছে। প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বাংলাদেশের মর্যাদা সম্প্রসারিত করার এক মহৎ পরিকল্পনা নিয়ে এসব কোর্স চালু করেছেন অধ্যাপক ডঃ শমশের আলী। ১৯৯২ সালে অধ্যাপক শমশের আলী'র প্রস্তাব অনুসারেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। এই শিক্ষাঙ্গনের বিকাশ লাভে সহায়তা দেয় এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক। ব্যাংকের প্রকল্প এখনো বাস্তবায়নাধীন। হাতে রয়েছে এখনো দু'বছর। ডঃ শমশের আলী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রায়োগিক পদ্ধতি উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনা করছেন। তাঁর অসাধারণ মেধা ও উদ্ভাবনী প্রতিভা দিয়ে প্রফেসর শমশের আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক দিককে অবকাঠামোগত দিক থেকে অনেক বেশী দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় আগামী চার বছর মেয়াদের জন্য সরকার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেছেন। অধ্যাপক শমশের আলী বাদ পড়েছেন এমন এক পর্যায়ে যখন তার অনেক পরিকল্পনা অর্ধ পথে রয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এ ধরনের সিদ্ধান্তে। জানা গেছে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এক চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে যে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন ভিসি নিয়োগ করা হলে বাস্তবায়নরত বহু প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়বে। এডিবির পত্রে বলা হয়েছে যে, ভিসি হিসেবে এবং প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অধ্যাপক শমশের আলী অত্যন্ত সুচারুভাবে তার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কর্তৃপক্ষের এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির কাজ ব্যাহত করবে। প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ তহবিল আসে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে।

অভিজ্ঞ মহলের মতে এ ধরনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রাজনীতি নির্ভর সিদ্ধান্ত, পরিহার অপরিহার্য। এ ধরনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রাধান্য দেয়া উচিৎ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে। কারণ দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থ সবার উপরে। এ ক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা দেশকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিবে। যাকে দিয়ে জাতি উপকৃত হবে, জনগণের কল্যাণ সাধিত হবে বেশী, তাকে সে কাজে নিয়োজিত করা দরকার। মেধার অপচয় এবং নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার অবমাননা দেশ ও জাতির জন্য কোনভাবেই কল্যাণকর হবে না। রাজনীতির সাথে কোন সম্পর্ক নেই প্রফেসর শমশের আলীর, থাকলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেয়ার পথে কোন বিভ্রাটের সম্মুখীন তাকে হতে হতো না। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি বিভিন্ন মহল থেকে প্রচণ্ড বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। ভাইস চ্যান্সেলরের পদ থেকে তাকে অপসারণের চেষ্টা করা হয়েছে। সংবাদপত্রে লেখালেখি হয়েছে। প্রফেসর শমশেরের সততার ও নিষ্ঠার জয় হয়েছে। কোন দলীয় রাজনীতিতে তিনি মিশে যাননি। তিনি শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ নন।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ভিন্ন মতাবলম্বীদেরও, এমন কি বিদেশীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সসম্মানে কাজে লাগানো হয় এবং মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।